

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

50692 - য়ে নারী অনকেদনি রোযা ভঙ্গেছে বধিান না জানার কারণে ও সংখ্যা না জানার কারণে

প্রশ্ন

বগিত বছরগুলতে আমি আমার পরবাররে সাথে থাকাবস্থায় কত রোযা ভঙ্গেছে তা জানি না। যহেতে আমরা গ্রামে থাকতাম। সখোনে রোযার বধিবধিান সম্পর্কে কটে কছি জানত না। এ দনিগুলতে আমি রোযা রাখনি। আমি জানিও না য়ে, কতদনি রোযা ভঙ্গেছে। সে দনিগুলের বদলে আমি একটা অংকরে অর্থ দান করছে। কছি সময় পর এক বনেরে মাধ্যমে জানতে পরেছে য়ে, এ দনিগুলের রোযা কাযা পালন করা আমার ওপর ওয়াজবি। কনিতু আমি এ দনিগুলের সংখ্যা জানি না। এমতাবস্থায় আমি কি করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শরয়িতরে জরুরী মাসয়ালাগুলো জনে নয়ো একজন মুসলমিরে ওপর ওয়াজবি। সগেলো দৃষ্টিভিঙ্গিত বধিান হোক; য়ে- আকদি ও ইসলামরে মটলকি বিষয়গুলো কথিবা আমলগত বধিান হোক; য়ে- পবতিরতা ও নামায ইত্যাদি। যদি কোন মুসলমি সম্পদশালী হয় তাহলে যাকাতরে বধিবধিান জনে নেওয়াও তার ওপর ওয়াজবি। যদি কটে ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায়রে বধিবধিান জানাও তার ওপর ওয়াজবি। এভাবে অন্যান্য ক্ষত্রেও। যখন রমযান মাস ঘনিয়ে আসে তখন একজন মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তরি ওপর রোযার বধিবধিান জানা ওয়াজবি; এমকসি য়ে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয় তবুও। সটে এজন্য য়ে, সে য়ে রোযার বদলে যা করা ওয়াজবি সটে জানতে পারে।

আপনি ও আপনার পরবাররে ওপর ওয়াজবি হল- এ সম্পর্কতি জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা করার ক্ষত্রে কসুর করায় তওয়া করা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

অর্থ পরশিোধ করা রোযা রাখতে অক্ষম বয়োবৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যে জায়যে নয়। কনেনা এ ধরণরে ব্যক্তরি রমযানরে রোযা ভাঙ্গলে তাদরে ওপর ওয়াজবি হল প্রতদিনরে বদলে একজন মসকীনকে খাওয়ানো। য়ে দনিগুলের রোযা ভাঙ্গা হয়ছে সগেলের বদলে খাওয়ানোর পরবিত্তে অর্থ পরশিোধ করা জায়যে নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অতএব, আপনাকে অর্থ দান করছেন আমরা আশা করছি কিয়ামতের দিন সদকা হিসেবে আপনাকে সওয়াব পাবেন।

আপনাদের ওপর ওয়াজবি হল: যে দিনগুলোতে রোযা ভেঙেছেন সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা। আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করে গণনা করবেন; যাতে করে নশিচতি সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারেন। যদি সটো না পারেন তাহলে আপনারা প্রবল ধারণার উপর আমল করবেন। উদাহরণতঃ যদি আপনাদের ধারণা হয় যে, সটো ৩০ দিন তাহলে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনাদের ওপর ওয়াজবি। এভাবে কম হোক বা বেশি হোক এ পদ্ধতিতে করবেন। “আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব আরোপ করেন না।” [সূরা বাক্বারা, ২:২৯৬]

আপনাদের ওপর এ দিনগুলোর রোযা লাগাতরভাবে রাখা ওয়াজবি নয়। বরং সক্ষমতা ও সুযোগ অনুযায়ী আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো রাখতে পারবেন। কিন্তু, আপনাদের কর্তব্য অবলম্বনে রোযাগুলো পালন করা এবং এ রোযাগুলো পালনে পুনরায় বলিম্ব না করা।

আপনার উপর আবশ্যিক গত বছরের রোযাগুলোর কাযা পালন আগে শুরু করা; যাতে করে সেগুলো পালন করার আগে পরবর্তী রমযান এসে না যায়।

কোন কোন আলমেতে অভিমিত হল: রোযার পালন করার সাথে বলিম্ব করার কারণে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানোও আপনাদের ওপর ওয়াজবি। কিন্তু, অগ্রগণ্য অভিমিত হচ্ছে— শুধু রোযা রাখাই আপনাদের ওপর ওয়াজবি। বিশেষতঃ আপনারা যদি গরীব হন। তবে যদি রোযা রাখার সাথে খাদ্যও খাওয়াতে পারেন তাহলে সটো ভাল।

আরও জানতে দেখুন: [39742](#) নং, [26212](#) নং ও [40695](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্ববোল্লিখিত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা হয়যে মত শরয়ী ওজরের প্রকৃষ্টিতে রোযা ভেঙে থাকেন। আর যদি আপনাদের এ রকম কোন ওজর না থাকে: তাহলে আপনাদের ওপর কোন কাযা পালন নাই। বরং আপনাদের ওপর ওয়াজবি হচ্ছে—তওবা করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ছুটে যাওয়া এ দিনগুলোর রোযার বদলে নফল রোযা রাখা ও নকে আমল করা।

আমরা এ মাসয়ালাটি ও এ সংক্রান্ত আলমেদের ফতোয়াগুলো [50067](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি; সটো দেখে নতিনে পারেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।